রূপশ্রীর

নন্দিতা

নন্দিতা

(কাহিনী)

ছোট্ট ছুটি মেয়ে, আর তাদের পুতুল খেলা……

সুরবালা বলে, আমি বড়-লোকের মেয়ে সেত' ভাই আমার দোষ নয় !

সূর্য্যমুখী বলে, তা হোক, বড় লোকের ঘরে আমার পুতুলের বিয়ে আমি দেবো না।

অবশেষে রফা হয় দুজনে। সুরবালা বলে, আচ্ছা বেশ, আমার যদি মেয়ে হয়, তোর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবো।……

কিন্তু জীবনের পথ আঁকাবাঁকা……

বিধবা সূর্য্যমুখী সব খুইয়ে নাবালকের হাত ধ'রে পথে দাঁড়াল…অন্ন নেই, আশ্রয় নেই……

সুরবালা বড়লোকের বউ… কিন্তু সে সূর্য্যমুখীর ছোট বেলাকার সই। একদিন সূর্য্যমুখী নাবালকের হাত ধ'রে সুরবালার অতিথিশালায় ছুটি ভাতের জন্য এসে দাঁড়ায়……

কিন্তু সুরবালা সইকে আর চেনেনা…সে যে বড়লোক…

তারপর ? তারপর নাবালক কোন্ পথে কেমন ক'রে হারায়… আর সূর্যমুখী ছেলেকে এ-পথে সে-পথে খুঁজে বেড়ায়……আর কাঁদে……

এরপর……

মা হারা ছেলে মা খুঁজে পায়। কিন্তু সে কোন্ মা?…সে তা'র নিজের মা নয়…কিন্তু সে-মা মহিয়সী……

মাতৃহারা বালককে কোলে নিয়ে তিনি বলেন, যতদিন নিজের মাকে খুঁজে না পাস, আমাকে তোর মা হতে দে', মাণিক?

কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না… বছরের পর বছর চলে যায়……

পনেরো বছর কাটলো……

বিশু বড় হয়েছে। কলেজে পড়ে। ছুটির শেষে বিশু গ্রাম ছেড়ে কলকাতা যায়। কিন্তু তা'র সেই যাত্রাপথে…

কা'র সঙ্গে দেখা হোলো? কে সে মেয়ে? কেন দেখা হোলো, কেনই বা অদৃশ্য হেলো?

কলকাতা সহর…আ বা র হঠাৎ দেখা…যেন দু'টি বিস্ময় কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। যেন দুজনের মন-জানাজানি কত কালের…কত যুগের…

কিন্তু কে সে মেয়ে? কেন আসে, কেন হাসে, কেনই বা ভালোবাসে!

অথচ প্রশ্ন জেগে ওঠে দুজনের মনে…

সে-প্রশ্ন জীবনের গভীরতার …জটিলতার! সে-প্রশ্ন কি ঘরবাঁধার…ঘরভাঙ্গার?

প্রশ্ন নিরুত্তর…

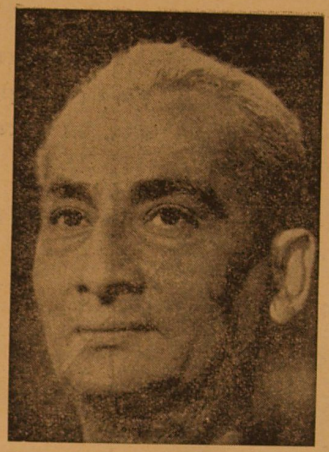

বিশু গ্রামে ফিরে এলো… সেখানে মা?…কিন্তু কোন মা? তিনি কি সেই মহীয়সী, সেবায় স্নেহে বাৎসল্যে বিশু যাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ?…না, সেই মা…যে-মা বাল্যকাল থেকে বিশুর চোখে গোধূলি-আলোর মতো অস্পষ্ট… নিভৃত রাতের করুণ স্বপ্নের মতো যে-মা এসে দাঁড়ান চুপি চুপি…

বিশু আর্তনাদ করে ওঠে, মা…মা তুমি এলে কেমন ক'রে? তুমি কোথা ছিলে এতদিন?

* * *

জীবনে আবার আবর্ত দেখা যায়…কত ঘটনা…কত স্রোত বইতে থাকে…

সুরবালা এসে দাঁড়ালো। বললে, সই, মনে পড়ে সেই পুতুল খেলা?

কিন্তু বিশু প্রতিবাদ করে ওঠে। কবেকার কোন্ পুতুল খেলা…কেন তা'র জীবনে অবরোধ হয়ে দাঁড়াবে? মনুষ্যত্ব কি প্রতিশ্রুতির চেয়ে বড় নয়? নিরপরাধের ওপর অবিচার করাই কি হবে তা'র পৌরুষ?

* * *

কিন্তু মায়ের সত্য……মায়ের প্রতিশ্রুতি! নিরু বলে, আমার চেয়ে তোমার মায়ের সত্য অনেক বড়!

বিশু বলে, ভালোবাসা কি এতই ছোট? তাহলে মনে-মনে আমরা এতদিন ধ'রে যে-ঘর বেঁধেছি, সে কি শুধু খেলাঘর?

বিশু ভুলবোঝে, চলে যায়...

দাদু বলেন, নিরু, এ তুই কি করলি? জীবনে যা সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে কাম্য, তা'কে পাবার জন্যে মানুষ দূরে চলে যায়, ছুটে চ'লে যায়...একি তুই কোনোদিন শুনিসনি, মার খেয়ে সুধু পায়ে প'ড়ে কাঁদতেই জানিস, উঠে দাঁড়াতে জানিসনে?

নিরু ছুটে বেরিয়ে যায়...দুঃসাধ্যকে জয় ক'রে আনতে...যা দুর্লভ, যা দুষ্প্রাপ্য তাকে সত্যের উপর...প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠা করতে...

নিরু ছুটে যায়...কত দূরে...কোথায়...কারো বাধা সে মানেনা.....

কিন্তু কেন তার এই দুরন্ত প্রাণের প্রবাহ?

তা'র ভালোবাসা...তা'র সত্য, তা'র ধর্ম...সবই কি মিথ্যে হয়ে যাবে?

*

—গান—

(১)

নিরুর গান

মনে যে দোলা লাগে লুকায়ে তারে রাখিগো,
জানে সে ভীরু হিয়া সলাজ দুটি আঁখিগো॥
তাহারি ছোঁয়া যেন লাগে খনে খনে,
হৃদয় মালা গাঁথে রাতের স্বপনে॥
গোপনে ওঠে গাহি মনের বনে পাখিগো।
(সে-যে) হিয়ার কাছে রহে আঁখি হতে দূরে,
(তাই) মিলন বীণা বাজে বিরহের সুরে।
প্রথম প্রেম বুঝি পরাল মায়া রাখী গো॥
(তার) আসার পথে আসে আলো-হাসি গীতি,
সে যবে চলে যায়, থাকে সুখ স্মৃতি,
বিদায় দিতে তারে গোপনে ফিরে ডাকিগো।

(২)

নিরু ও বিশুর গান

কি যেন কহিতে চায় তোমার ও দুটি আঁখি,
কেন লাজে রাখ তায় নয়ন পাতে ঢাকি।
কি আছে ফুলের প্রাণে সে শুধু মলয়া জানে,
(তবে) এখনো নীরব কেন (তব) কথার ভীরু পাখী॥

সে কথা রয়েছে লেখা অধরের হাসিতে,
সে কথারি সুর বাজে ফাগুনের বাঁশিতে।
লুকায়ে মনের শাখে সে-কথার কুহু-ডাকে,
কিছু তারি হিয়া জানে, কিছু রহে বাকী॥

(৩)

নিরু ও বিশুর গান

মালাখানি চাইনা তব-সাথীগো মন শুধু মন চায়।
একটি হৃদয় লাগি মোর হিয়া রহে জাগি,
(শুধু) মিলন স্বপন লয়ে দিনগুলি বয়ে যায়।
গানে গানে হিয়া মম (আজি) গুঞ্জরে অলি সম,
বলে শুধু "প্রিয়তম" (এই) ফাগুন জোছনায়।
আজ মনে জাগে আশা দুজনে বাঁধিব বাসা,
(যেথা) মিলনে বিরহ নাহি, প্রেম সেথা সাথী পায়।

(৪)

বিশুর গান

তুমি এসেছিলে জীবনে আমার পথের ভুলে,
কি জানি কেমনে দেখা হ'ল দুটি স্রোতের ফুলে,
তুমি এলে যেন চিরসাথী হয়ে
শত জনমের পরিচয় লয়ে,
দুটি মনোবনে শত বসন্ত উঠিল দুলে॥
দুজনে একদা বেঁধেছি যে ঘর মিলন-রাতে,
সহসা আজিকে ভেঙ্গে যাবে সেকি ঝড়ের সাথে?
এই আশা এই ভালোবাসা তবে
(সেকি) ঝরাফুল সম ফেলে দিতে হবে,
শুধু তৃষা লয়ে রহিব কি মোরা নদীর কূলে

(৫)

নিরুর গান

ও সাথী মম হায় একি খেলা মিলনের ছলে॥
ফিরে যে গেল চলে মালাখানি ফিরে দিয়ে,
হৃদয় তারি লাগি ছিল জাগি আশা নিয়ে,
মনের কথা মম লেখা ছিল ফুলদলে॥
এ নহে আশা লয়ে চেয়ে থাকা পথ পানে,
এ নহে ঝরা ফুলে মালা গাঁথা অভিমানে,
এ শুধু নিশি জাগা একা একা আঁখিজলে॥
জানিগো ভালোবাসা নিশীথেরি আলেয়া সে,
তবুও খনে খনে কেন তারি ছায়া ভাসে,
স্মৃতির দীপশিখা মন-বাতায়নে জ্বলে॥

(৬)

নিরু বিশু ও বন্ধু বান্ধবীগণ

এল এলরে মধুরাতি দুটি জীবনে মধু মিলনে, তুমিই আমার স্বপ্ন লোকের রাণী গো!'
এল মধু মিলনে॥ কাছে আসা তাইতো আজি খনে খনে।
তোমার মনের ছন্দ লয়ে আজিরে বাকীটুকু থাকনা গো মনে মনে॥
মোর প্রেমের বীণা আপনি ওঠে বাজিরে, কোন্ সে আবেশ হিয়ার মাঝে শিহরে,
নিশি জাগা আজ শুধু নিরজনে, কোন্ সে মধুর তৃষা জাগে অধরে,
বাকীটুকু থাক্‌না গো মনে মনে॥ তারি ভাষা জাগে আজি আঁখি কোনে।
হৃদয় আমার তোমায় বলে 'জানি গো বাকীটুকু থাকনা গো মনে মনে॥

রূপশ্রীর নন্দিত নিবেদন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুকুমার দাশগুপ্ত,
কাহিনী : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,
সঙ্গীত পরিচালনা : কমল দাশগুপ্ত, সংলাপ : প্রবোধ সান্যাল, গীতিকার : প্রণব রায়,
চিত্রশিল্পী : বিভূতি লাহা, শব্দযন্ত্রী : যতীন দত্ত, সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী,
রসায়নিক : শৈলেন ঘোষাল, ব্যবস্থাপনা : বিমল ঘোষ, শিল্প-নির্দ্দেশক : তারক বসু,
রূপসজ্জা : রামু।

●

সহকারী :

পরিচালনায় : চিত্ত বসু, নীতীশ রায়, বিমল সী। চিত্রশিল্পে : নিধু দাশগুপ্ত, অনিল গুপ্ত, সাধন রায়, অরুণ বসু। শব্দ-যন্ত্রে : গোবিন্দ মল্লিক, তরণী রায়। সম্পাদক : কমল গাঙ্গুলী। রূপসজ্জায় : বসীর, ফকরু। ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল, নিতাই সিংহ, যাদব চক্রবর্ত্তি। রসায়নাগারে : শৈলেন চ্যাটার্জ্জি, জীবন ব্যানার্জ্জি, নিরঞ্জন সাহা, ভোলা মুখার্জ্জি। স্থিরচিত্রশিল্পী : বিনয় গুপ্ত। সেটিং : গুপী সেন।

●

ভূমিকায় :

অহীন্দ্র চৌধুরী, রবীন মজুমদার, শৈলেন চৌধুরী, অমর মল্লিক, জীবেন বোস, শ্যাম লাহা, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ), বেচু সিংহ, রবি রায়, দেবী মুখার্জ্জি, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি, সন্তোষ সিংহ, শ্রীমান কেশব রায়, সত্যেন ঘোষাল।

মলিনা, পূর্ণিমা, রাণীবালা, রেবা, রাজলক্ষ্মী, গীতা, লক্ষ্মী, বন্দনা, নমিতা, ঊষাবতী (পটল)।

●

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত

অপরূপ রূপরচনায়
শান্তি কেমিক্যালের
প্রসাধন দ্রব্যই অতুলনীয়

শান্তি কেমিক্যাল ওয়ার্কস
কলিকাতা

পরিবেশক: ডিলুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৮৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, রূপশ্রীর পক্ষ হইতে শ্রীরণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জুভেনাইল আর্ট প্রেস, ৮৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।